EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-8855500
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা
বাংলাদেশে বিনিয়োগ: পোশাক খাত ও অন্যান্য

অ্যামচ্যাম দফতর, হংকং
সোমবার, ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৩

শুভ সকাল!

অ্যামচ্যাম হংকংয়ে আমাদের বন্ধুদের জানাই বিশেষ ধন্যবাদ...প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ভুইলস্টেক, মিং লাই এবং এখানকার পুরো অ্যামচ্যাম দলকে...গত নভেম্বরে আপনাদের ঢাকা সফরের কথা আমাদের ভালোভাবেই মনে আছে...আপনারা আমাদের হংকং সফরে অনুপ্রাণিত করেছেন...ধন্যবাদ।

চল্লিশ বছর আগে এক খ্যাতনামা আমেরিকান কংগ্রেস সদস্য তখন মাত্র স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যায়িত করেন।

সেই তথাকথিত তলাবিহীন ঝুড়ি আজ প্রকৃতির আশীর্বাদে উপচে পড়া ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে যখন দেশটি পরবর্তী এশিয়ান টাইগার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে।

আমি ও আমার প্রতিনিধিদল আজ বাংলাদেশের সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে এখানে এসেছি। বাংলাদেশ গত দুই দশকে প্রায় ৬ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র থেকে উঠে এসে নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে আগ্রহী। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক এবং শীর্ষ রপ্তানিকারক হতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ অন্যান্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশ, নতুন বাংলাদেশ, সুযোগে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ...বিনিয়োগের এবং এশিয়ার নতুন টাইগারের জন্ম দেয়ার সুযোগ...আপনাদের জন্য অংশীদার সন্ধানের সুযোগ যাতে আপনারা টেকসই ও সফল বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

আমার প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সংগে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই:

মাইনুদ্দিন মোনেম: মোনেম হচ্ছেন আব্দুল মোনেম লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালন। প্রতিষ্ঠানটি বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়িক সংগঠন যা অবকাঠামো উন্নয়ন, কোমল পানীয় বোতলীকরণ, আইসক্রীম উৎপাদন ও অন্যান্য অনেক কর্মকান্ডে জড়িত।

রাশেদ মাকসুদ: রাশেদ বাংলাদেশ সিটিব্যাংকের কান্ট্রি অফিসার। রাশেদ ব্যাংক খাতে ২১ বছরের অধিক কাজ করছে যা তাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের অন্যতম করে তুলেছে।

মো. সবুর খান: সবুর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি। ১৪০০-এর অধিক সদস্য বিশিষ্ট এই চেম্বারটি দেশের সর্ববৃহৎ চেম্বার। সে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে স্বচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী।

মাহবুবুল আলম: বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম চেম্বার - চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাহবুব। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এলাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী। মাহবুব বীমা, স্টীল উৎপাদন ও ট্রেডিংয়ের সংগে জড়িত।

সালমান ওবায়দুল করিম: সালমান ওরিয়ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক সংগঠনের অন্যতম এবং ঔষধশিল্প, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শক্তি ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছে।

আসিফ ইব্রাহিম: আসিফ নিউএজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের উপসভাপতি। এ প্রতিষ্ঠানটি টেক্সটাইল, প্লাস্টিক ও তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানির সংগে জড়িত।

নাবিল উদ দৌলা: নাবিল ডার্ড গ্রুপের নিট গার্মেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ডার্ড গ্রুপ টেক্সটাইল এন্ড এপারেল, অবকাঠামো, কৃষি ও ফুল উতপাদনসহ অন্যান্য ব্যবসায় জড়িত।

আফতাব উল ইসলাম: আফতাব আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের সভাপতি এবং সফল উদ্যোক্তা বিশেষ করে বীমা ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ক্ষেত্রে।

আব্দুল গফুর: গফুর আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক। সে চেম্বারের সকল ভালো কাজের চালিকাশক্তি যার মধ্যে চেম্বারের মাসিক মধ্যাহ্নভোজ বৈঠক ও বার্ষিক বাণিজ্য মেলা অন্তর্ভূক্ত।

আমি আমার সহকর্মীদের দাঁড়াতে অনুরোধ করবো...এটিয়েন লিবেইলি, আসিফ আইয়ূব ও সৈয়দা শাহরাজাদ রহমান...এরা হলো ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সংযোগসূত্র।

মার্ক ল্যানিংকে আপনারা অনেকেই চেনেন। সে হংকংয়ে আমেরিকনা কনস্যুলেট জেনারেলের ইকোনমিক কর্মকর্তা। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্ভাবনা যাচাই করে দেখার জন্য মার্কও আপনাদের জন্য ভালো সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

গতকাল এখানে আসার কিছুক্ষণ পরই কয়েক স্থানীয় বাসিন্দা আমাকে বলে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় এ সময় একটি বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল আনাটা বেশ উদ্ভট মনে হয়েছে। দুখজনকভাবে মাত্র দুই দশক পুরোনা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনো এমন পর্যায় উন্নীত হতে সংগ্রাম করছে যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হবে। আমার বিশ্বাস যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় পার হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ ব্যবসা করার প্রতি মনোনিবেশ করবে।

তাহলে বাংলাদেশের এই পরবর্তী এশিয়ান টাইগার হয়ে ওঠার বিষয়টি আসলে কি? এটা কি কোনো স্বপ্ন?

আমি কোনো কল্পকাহিনীর কথা বলছিনা ... বাংলাদেশকে একটি দরিদ্র দেশ বিবেচনা করা বাদ দিন ... আসলে বিষয়টা ঠিক উল্টো ... বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক জনবহুল দেশ এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর রয়েছে সমৃদ্ধ মাটি, পর্যাপ্ত পানি, এমন জলবায়ু যা তিনটি ফলন মৌসুমের সুযোগ করে দেয়, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার মজুদ এবং বিশেষ করে বিশ্বের সবচেয়ে কর্মঠ, বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিশীল, উদ্যোগী ও সহনশীল মানুষ...আমি বাড়িয়ে বলছি না...বাংলাদেশের মানুষ দেশটির এক নম্বর সম্পদ।

বাংলাদেশের এশিয়ান টাইগার হয়ে ওঠার আমার স্বপ্নের কথা আমি বলতে চাই: চীনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশের বিশ্বের বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হওয়া উচিত। আমরা জানি শিল্পকারখানাগুলো চীন থেকে বের হয়ে আরো স্বল্প ব্যয় বিশিষ্ট স্থান খুঁজছে। এই ডলার বিনিয়োগের স্বাভাবিক স্থান বাংলাদেশ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের জেনেরিক ড্রাগ, জুতো, প্রক্রিয়াজত চামড়া পণ্য, ক্ষুদ্র মালবাহী জলযান ও সমুদ্রগামী মালবাহী নৌকা, তথ্যপ্রযুক্তি, চীনামাটি, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ, রেশম ও পাট উতপাদন ও প্রক্রিয়াকরণেও শীর্ষস্থানীয় হওয়া উচিত এবং এরকম তালিকা বলে শেষ করা যাবে না। এগুলো আপনাদের জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি করবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশী মধ্যম শ্রেণীর ভোক্তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

আবার বাংলাদেশ একেবারে সংযোগস্থলে তার অবস্থানের কারণেও আশির্বাদপ্রাপ্ত যা একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ। এই পথ – দি ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনোমিক কোরিডোর – চীন, সিংগাপুর এবং বিশ্বের সাথে দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করেছে। ঐ বাণিজ্য পথ বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে যাওয়ায় দেশটিকে

ব্যাপকভাবে লাভবান করবে এবং চীনসহ সারা বিশ্বে বাংলাদেশী রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য এক সুযোগ প্রদান করবে ... আমি এমন এক দিনের স্বপ্ন দেখি যখন এক'শ ত্রিশ কোটি চীনা নাগরিক বাংলাদেশী পোষাক পরবে! আপনাদের জন্য এই সুযোগ যা অত্যন্ত সুস্পস্ট তা ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনোমিক কোরিডোরের কেন্দ্রে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ মানবসম্পদের বিশাল রপ্তানিকারক যা দেশটির সর্ববৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুত্র। বর্তমানে, এই মানবসম্পদ প্রায় অদক্ষ এবং অর্থনৈতিক ধাপের সর্বনিম্ন স্তরে বিদ্যমান। এটা এই অবস্থায় থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বাংলাদেশের বিশ্বের সর্বোচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সরবরাহ করা উচিত...ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, কাঠমিস্ত্রী, ইলেকট্রিশিয়ান, কারিগর...পেশাজীবী ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী। শিক্ষিত ও দক্ষ বাংলাদেশীরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী-আমেরিকান ডায়াস্পোরার সাফল্য তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের আসলেই শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের প্রয়োজন যা অবশ্য আপনাদের জন্য সুযোগ... প্রাথমিক স্কুল থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত পুরো জাতির শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ সামর্থ্য শক্তিশালী ও গড়ে তুলতে সহায়তার সুযোগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিপ্লবের মধ্যভাগে অবস্থান করছে এবং দেশটি আগামী এক দশকের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য উজ্জল সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে চাল উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আপনারা কি বিষয়টি কল্পনা করতে পারেন?!? বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, মাত্র কয়েকটি শহর এবং বদ্বীপের দেশটি এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্নতা অর্জনের প্রান্তে ... মাত্র চার দশক আগে যাকে তলাবিহীন ঝুঁড়ি বলে অনুমান করা হয়েছিল। এটা কি এক ধরণের অলৌকিক ঘটনা? কোন অর্থেই এটা কোন অলৌকিক ঘটনা নয় ... এটা হচ্ছে বাংলাদেশী শক্তি, কঠোর পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতা, উদ্যোক্তা দক্ষতা যা সবই কাজ করেছে। খাদ্য উৎপাদনে এই

সফলতা খাদ্য প্রকৃয়াজাত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আর সেটিই বাংলাদেশকে নিয়ে আমার পরবর্তী এশিয়ান বাঘ হওয়ার স্বপ্ন।

এবার আমি কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ এ বিষয়টি জোরালো করব:

- যেমনটি আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ, শুধু বিগত দশকে দেশটির জিডিপি ৪৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে যা প্রায় দ্বিগুণ।
- এমনকি গত ২০০৮ সালে বৈশ্বিক মন্দার সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বে কতিপয় দেশের মধ্যে একটি ছিল যেটিকে বর্ধিত রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং দেশটি তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিতে খুব কমই বাধার সম্মুখীন হয়েছে।
- আমার হিসেব মতে, দেশ-ভিত্তিক ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগামী পাঁচ বছরে হংকংকে ছাড়িয়ে যাবে।
- যুক্তরাষ্ট্র –বাংলাদেশের বার্ষিক বাণিজ্য গত ২০০১ সালে দুই বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১১ সালে ছয় বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে যা তিন গুন।
- আজ আপনি যদি ঢাকার চারদিকে গাড়ী চালিয়ে যান, তবে প্রত্যেক জায়গায় অগ্রগতির চিহ্ন দেখতে পাবেন .. আপনি, আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি ব্লকে, উচ্চ ভবন নির্মানসহ ব্যস্ত শহর দেখতে পাবেন ... এবং বিশৃংখল ট্রাফিক যা স্বীকৃত চ্যালেঞ্জ, তবে তাও অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষণ।

শুধু আমি বাংলাদেশের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেখছি না। গত ২০১১ সালে ম্যাজেঞ্জি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বাংলাদেশ তৈরি পোষাক এবং গৃহব্যবহার্য্য বস্ত্রশিল্পে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রপ্তানীকারক দেশ হবে। আর চলতি ২০১৩ সালে ম্যাজেঞ্জি রিপোর্ট

করে যে পোষাক ক্রেতারা বাংলাদেশে ব্যবসা করতেই বেশী পছন্দ করে। গত ২০১২ সালে, গোল্ডম্যান সাস বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সম্ভাবনায় উদিয়মান অর্থনীতির "পরবর্তী ১১" তে বাংলাদেশকে অর্ন্তভূক্ত করে। জেপি মরগ্যান তার উদিয়মান অর্থনীতির "ফ্রন্টিয়ার ফাইভ"-এ বাংলাদেশকে অর্ন্তভূক্ত করে।

এই গল্প ...বাংলাদেশের উচ্ছসিত অগ্রগতির এই গল্প ... ব্যবসা এবং বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার এই গল্প যা বাংলাদেশ প্রদান করে। এসব গল্প প্রায়ই গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অস্পষ্ট থেকে যায় এবং গণমাধ্যমগুলো প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রাজনৈতিক তিক্ততা এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ নিশ্চতভাবেই উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের একটি দেশ যা আমি এক মুহূর্তে বলব, তবে আমাদের সম্ভাবনা ধরে রাখতে হবে এবং বাংলাদেশের ব্যাপক অগ্রগতি এবং এর অনেক সুযোগ সুবিধাদিকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এই লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে, এশিয়ার পরবর্তী অর্থনৈতিক বাঘ হওয়ার এই সম্ভাবনায় বাংলাদেশকে অবশ্যই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা অজেয় নয়, চ্যালেঞ্জ পার হতে হবে যা প্রায়ই আপনাদের মত বিনিয়োগকারীদের জন্য আরো সুযোগ সৃষ্টি করে। এবার আমি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করব:

- বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী ঘাটতি প্রধান বাঁধা। বাংলাদেশের উদিয়মান অর্থনীতির জন্য জরুরীভিত্তিতে আরো বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে অবশ্যই তার উল্লেখযোগ্য পরিমানে গ্যাস ও কয়লার মজুত বাড়াতে হবে। অগ্রগতির উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে নতুন গ্যাস পাইপলাইন এবং বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী উৎসের সাহায্যে অধিক সংখ্যক বিদ্যুৎ প্রকল্প। শেভরন (সবচেয়ে বড় বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বড় গ্যাস উৎপাদনকারী)এবং জিই'র মত যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীগুলো ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী ঘাটতির বিষয়গুলোকে নিয়ে কাজ করার সহায়তায় ইতিমধ্যেই সম্পৃক্ত হয়েছে।

- বাংলাদেশের অবকাঠামো এশিয়ান টাইগার অর্থনীতিকে সমর্থন করে না। এদেশের বন্দর সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং নতুন রাস্তা, রেল সড়ক এবং বিমান বন্দর প্রয়োজন। আর হ্যাঁ, এসব প্রয়োজনগুলোই আপনাদের জন্য সুযোগ।
- বাংলাদেশকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করতে হবে, আর তা শুধু এ জন্য নয় যে এ দেশ উচচ দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ রপ্তানী করতে পারবে, বরং এজন্যও যে দেশকে এশিয়ান টাইগার বানানাতে প্রয়োজনীয় পেশাগত এবং উচ্চ দক্ষতার মানব সম্পদও এদেশের রয়েছে। যেমনটি আমি আগেও বলেছি এসকল প্রয়োজন আপনাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ব্যবসা করার জন্য বাংলাদেশ একটি চ্যালেঞ্জের জায়গা হতে পারে। এখানে আছে আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং অসংখ লাল ফিতার দৌরাত্বের প্রবৃদ্ধি। বাণিজ্যিক বিরোধ নিস্পত্তিতে বিচারিক ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীর গতিতে কাজ করে। আমরা লাল ফিতার দৌরাত্ব কমিয়ে, দূর্নীতির প্রাদূর্ভাব নিয়ন্ত্রনে এনে এবং আইনের শাসন জোরদার করার মধ্য দিয়ে আরো ভাল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাই।
- যেমনটি আমি শুরুতে বলেছি, সংসদীয় নির্বাচন এগিয়ে আসায় দেশ এখন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধুরা অবাধ, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি সম্মত উপায় খুঁজে বের করতে গঠনমূলক সংলাপ আয়োজনে যথাশীঘ্র সম্পৃক্ত হতে প্রধান দলগুলোর প্রতি আহবান জানায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা অবশ্যই বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। আর এশিয়ান বাঘ হতে চাইলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- রানা প্লাজার ভয়াবহ ভবন ধ্বস এবং তাজরিন ফ্যাসনে আগুনের সময়ে

- পোষাক প্রস্তুতকারক, কর্মী, আন্তর্জাতিক ক্রেতা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত বাংলাদেশের বন্ধুরা-সবাই নতুন অনুশীলন গড়ে তুলতে একত্রিত হচ্ছে; যা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে রানা প্লাজা বা তাজরিন ফ্যাসনেন মত কোন দূর্ঘটনার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ আর কখনই অর্জন করবে না এবং বাংলাদেশী শ্রমিকেরা স্বাধীনভাবে সংগঠন একং সংগঠিত হওয়ার তাদের অধিকার অনুশীলন করবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববাজারে অগ্রাধিকারমূলক ব্র্যান্ড - ব্র্যান্ড বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

এসব চ্যালেঞ্জসমূহ সত্যি ... গুরুতর ... তবে প্রতিটি সমাধানযোগ্য; যদি সমাধান করার ইচ্ছার থাকে ... এবং এসব চ্যালেঞ্জসমূহের অনেকগুলোই সমাধান করে আপনাদের জন্য বিনিয়োগ সুযোগ সৃষ্টি করছে।

আপনাদের এটা আছে ...আমার দৃষ্টিতে ... সাদাসিদে এবং সরাসরি ... বাংলাদেশের সাথে বিনিয়োগের এবং বাণিজ্য করার সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ উভয়ই আপনাদের রয়েছে। আমি বাংলাদেশের সম্ভাবনাগুলোতে আপনাদের প্রবেশের পথ খুঁজে দেখতে আপনাদের আহবান জানাই যাতে করে এসকল সুযোগ এবং ঝুঁকি আপনাদের দেশের কৌশলের সাথে খাপ খায় কিনা তাও দেখা যায়। আমার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা, আমার স্টাফ এবং আমি বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনা সম্পর্কিত আপনাদের যে সকল প্রশ্ন আছে তার জবাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের সাথে মিলিত হতে এবং চ্যাট করতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত